Department of Patents, Designs and Trade Marks

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI)

JOURNAL

July, 2023

GI Journal No. 23

Published on :

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডায়েরি নং তাং
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেটেন্ট ও ডিজাইন)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি.আই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপ না পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ “স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক” অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত “শিল্প মানদণ্ড” থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যয়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ registrar@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-০৪
আবেদনের তারিখ: ১৫-০২-২০১৭

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আম" যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নামঃ "রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আম"

শ্রেণি ঃ ৩১

ক) আবেদনকারীর নামঃ আলহাজ্ব মোঃ আব্দুস সালাম সরকার।
খ) ঠিকানাঃ হাঁড়িভাঙ্গা আম কৃষক স্কুল, আখিরহাট, লালপুকুর, মিঠাপুকুর, রংপুর।
গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকাঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ এক প্রকার তাজা ফল।

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ

১। হাঁড়িভাঙ্গা আম দেশীয় জাতের একটি সুস্বাদু ফল।
২। বৈজ্ঞানিক নাম Mangifera indica.
৩। এই আম দেখতে সুঠাম ও মাংসালো হয়।
৪। এর উপরিভাগ মোটা ও চওড়া এবং নিচের দিক ক্রমশ চিকন।
৫। হাঁড়িভাঙ্গা আমের গড় ওজন ২০০-৩৫০ গ্রাম, চওড়ায় ৭ সে.মি.এবং লম্বায় ১২ সে.মি.।
৬। এর ওজন আকারের তুলনায় বেশি। গড়ে ৩টি আমের ওজন ১ কেজি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ১টি আম ৫০০-৭০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে।
৭। হাঁড়িভাঙ্গা ছোট অবস্থায় টক লাগে একটু বড় হলে আর টক থাকে না, পাকা অবস্থায় মিষ্টতায় ভরপুর।
৮। এতে রয়েছে ডাইয়েটারি ফাইবার, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

হাঁড়িভাঙ্গা আম আমের মৌসুমের মাঝামাঝি সময়ের আম। জুন এর মাঝামাঝি সময় থেকে এ আম পাকা শুরু হয়। পাকা শুরু হবার পর থেকে ২ মাস পর্যন্ত এই আম পাওয়া যায়। গাছ রোপনের পরের বছরের মধ্যে গাছে মুকুল আসে। মুকুল বের হবার পর পাকা পর্যন্ত ৯০-১০০ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। গাছের বয়স ৭-৮ বছর পর্যন্ত খুব ভালো হয়। ১০ বছর বয়স হলে ধীরে ধীরে ফলন কমতে শুরু করে। হাঁড়িভাঙ্গা আম গাছের ডালপালা উর্ধ্বমুখী বা আকাশচুম্বী হওয়ার চেয়ে পাশে বেশি বিস্তৃত হতে দেখা যায়। ফলে উচ্চতা খুবই কম হয়। এখন ৭-৯ ফিট এর গাছ গুলোতে বেশি আম ধরে। একটা গাছে ৪০-২০০ কেজি পর্যন্ত আম হয়ে থাকে। তবে ছোট গাছে ডালপালা কম হওয়ায় আম কম হয় আবার গাছের বয়স বেশি হলে তখনও আম কম হয়। একটি আম সর্বোচ্চ ৫০০−৭০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। আমের গড় ওজন ২০০-৩৫০ গ্রাম। আম লম্বায় ১২ সে.মি. এবং চওড়ায় ৭ সে.মি হয়ে থাকে। এই আম কাঁচা ও পাকা অবস্থায় ছাড়া আর কোন অংশ খাওয়া হয় না। তবে আম দিয়ে আচার, মোরব্বা, জুস ইত্যাদি বানিয়ে খাওয়া হয়। হাঁড়িভাঙ্গা আম গাছ খুব লম্বা নয়। এর ডালপালা একদম বিস্তৃত। পুরো গাছ পাতায় ভর্তি থাকে। পাতা লম্বাটে এবং চ্যাপ্টা হয়ে থাকে। কচি পাতার রস দাঁতের ব্যাথা উপশমকারী। আমের শুকনো মুকুল পাতলা পায়খানা, পুরনো আমাশয় এবং প্রসাবের জ্বালা-যন্ত্রণা উপশম করে। খাওয়া ছাড়া আম গাছের ডাল-পালা রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। এই গাছ খুব একটা লম্বা এবং মোটা হয় না তাই এর কাঠ আকারে ছোট এবং কম শক্তিশালী হয়।

হাঁড়িভাঙ্গা আমের ফুল আসার সময় মাঘ-ফাল্গুন মাস এবং ফল পাকার সময় আষাঢ় মাস। কাঁচা অবস্থায় এ আম হালকা সবুজ রঙের হয় এবং পাকলে আমের রঙ উজ্জ্বল হয়। কিছু আম পাকলে হালকা বর্ণ ধারণ করে আবার কিছু হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এই আমের খোসা খুবই পাতলা। হাঁড়িভাঙ্গা আমের আটি ছোট ও চিকন হয় এবং চওড়াও মোটামুটি পাতলা। এজন্য একটি আমের প্রায় ৭০ ভাগই খাওয়ার উপযোগী হয়ে থাকে। হাঁড়িভাঙ্গা আমে রয়েছে ডায়েটারি ফাইবার, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান। কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান স্তন ক্যানসার ও কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। তাছাড়া এটি বিটা ক্যারোটিন, আলফা ক্যারোটিন নামের ফ্ল্যাভি-নয়েডসের ভালো উৎস। এগুলো দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ই এ ভরপুর এই আম। হাঁড়িভাঙ্গা আমের প্রধান বিশেষত্ব হলো, এই আমে কোন আঁশ নেই। অন্যান্য আম আঁশবিহীন বলা হলেও সেগুলোতে আঁশ থাকে কিন্তু এই আমে একটুও নেই। আবার স্বাদে ও গন্ধে অন্য আম থেকে একদম আলাদা। গাছ থেকে আম পাড়ার পর প্রাকৃতিক ভাবে ২-৩ দিন এর বেশি সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। তবে ফ্রিজিং বা হিমাগার পদ্ধতিতে রাখলে অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব।

রংপুর অঞ্চলের মানুষ একসময় তামাক আর ধানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এখন সেগুলোর পরিবর্তে সেই জমিতে হাঁড়িভাঙ্গা আম চাষ করে লাখ লাখ টাকা আয় করছেন কৃষক। হাঁড়িভাঙ্গা আম অর্থনীতি বদলে দিয়েছে এই অঞ্চলের মানুষের জীবনচিত্র। বলা হয়ে থাকে উত্তরবঙ্গের মানুষের ভাগ্য বদলে দিয়েছে হাঁড়িভাঙ্গা আম। এলাকার হাজার হাজার কৃষক এ আম চাষ করে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়েছেন। পরিবারে এসেছে আর্থিক সচ্ছলতা। কৃষক, দিনমজুর থেকে অনেকেই হয়েছেন আম চাষি। রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আমের আকার আকৃতি একদম আলাদা। এ আম শুধু রংপুরেই পাওয়া যায়। হাঁড়িভাঙ্গা আম রংপুরের ঐতিহ্য। শুধুমাত্র পদাগঞ্জ এলাকায় আম উৎপাদন, ব্যবসা ও বিক্রির সাথে জড়িত প্রায় ৯০% লোক। সমগ্র মিঠাপুকুর উপজেলায় ৬৫% এবং সমগ্র রংপুর জেলায় ৩৫% লোক জড়িত। রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আমের বর্তমান বাজার দর কেজি প্রতি ৪০-৬০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। হেক্টর প্রতি খরচ ৭০,০০০ - ১,০০,০০০ আয় ৪,০০,০০০ - ৪,৫০,০০০।

এই অঞ্চলের মানুষ আমের মৌসুমে মেয়ের বাড়ি, ছেলের শ্বশুর বাড়ি অথবা আত্মীয়দের বাড়িতে উপহার হিসেবে এই আম পাঠিয়ে থাকে। সকালের নাস্তায় যে খাবারই থাকুক না কেনো হাঁড়িভাঙ্গা আম থাকবেই। তাছাড়া অনেকে রাতের বেলা ঘুমানোর আগে দুধের ভাতের সাথে এই আম খেয়ে ঘুমায়। সরকারি সহযোগিতা না থাকায় এখনো রপ্তানি করা হয় নি এই আম। এ বছরই (২০২৩ সাল) ১ম রপ্তানি করা হবে হাঁড়িভাঙ্গা আম। হাঁড়িভাঙ্গা আম রপ্তানি পণ্য হিসেবে খুবই সম্ভাবনাময় পণ্য।

ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ ঃ

রংপুরের প্রায় ৭০-৭৫ বছর ধরে এই আম উৎপন্ন হয় তবে ব্যাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হচ্ছে ১৯৯২ সাল থেকে অর্থাৎ ৩১ বছর ধরে। হাঁড়িভাঙ্গা আমের উৎপত্তি স্থান হলো রংপুর জেলার মিঠাপুর উপজেলার খোড়াগাছ ইউনিয়ন এর তেকানি গ্রামে। এই আমের উদ্ভাবক খোড়াগাছ ইউনিয়নরই নফল উদ্দিন পাইকার নামক এক কৃষক তিনি এই গাছের চারা এনেছিলেন ফুলবাড়ির আশেপাশের এলাকা থেকে। তখন এই গাছের নাম দিয়েছিলেন মালদিয়া। তিনি এই প্রজাতির আমগাছটির নিচে মাটির হাড়ি দিয়ে ফিল্টার বানিয়ে দিয়েছিলেন, পানি শোষণের সুবিধার্থে। একরাতে কে বা কারা ঐ মাটির হাড়িটি ভেঙে ফেলেছিল। সেই গাছ একদিন বড় হয় এবং আম ধরে। তিনি সেই গাছের আম বাজারে বিক্রি করতে গেলে, লোকজন এই আম কেনেন এবং খেয়ে অনেক তৃপ্তি পান। লোকজন তার কাছে এই আম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "যে গাছের নিচে হাড়িটি ভেঙে দিয়েছিল, সে গাছেরই এই আম"। এই আম গুলো ছিল খুবই সুস্বাদু। তখন থেকে এই আমের নাম হয় হাঁড়িভাঙ্গা।

হাঁড়িভাঙ্গা আম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এই আমের খুব প্রশংসা করেছেন তারা।

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আমের উৎপাদন অঞ্চল গুলোর নাম মিঠাপুকুর, পদাগঞ্জ, ময়েনপুর, কাশিমপুর, শুকুরের হাট, আখিরের হাট, রাণীপুকুর, তেকানি, হেলেঞ্চা, বালুয়া, ছড়ান, রুপসী, সর্দারপারা মাঠের হাট, গোপালপুর, পাইকারের হাট, কদমতলা, মৌলভিবাজার, ছড়ান দুর্গাপুর, বদরগঞ্জ, পীরগঞ্জ, নাগের হাট, সদ্যপুস্করনি। এ বছর রংপুরে ১ হাজার ৯০৫ হেক্টর জমিতে হাঁড়িভাঙ্গা আম চাষ হয়েছে, আম উৎপাদন ৩০ হাজার মেট্রিক টন।

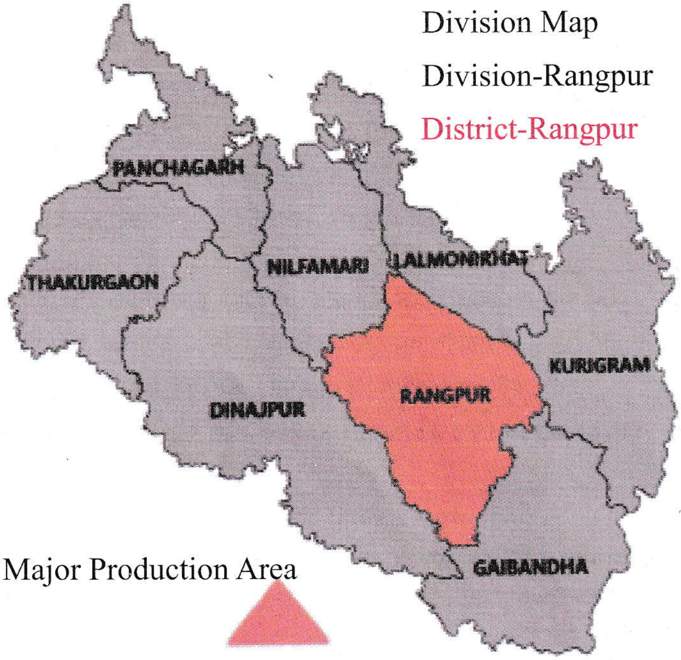

চিত্র ঃ হাঁড়িভাঙ্গা আমের উৎপাদন এলাকা মানচিত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

আমের মৌসুম শেষে ডালপালা প্রুনিং করতে হবে এতে নতুন ডালপালা তৈরি হবে এবং গাছ ঝাপসা হবে। এরপর গাছের গোড়ায় রিং পদ্ধতিতে খুড়তে হবে শিকড় থেকে একটু দুরে দুপুর বেলা গাছের ছায়া যেখানে পড়ে সেখানে। তারপর সেই গর্তে জৈব সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে আবার সেই গর্ত গুলো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এর কিছুদিন এর মধ্যেই সেচ দিতে হবে। নতুন পাতা গজানোর পর ছত্রাক পাতা খেয়ে ফেলে বিধায় ছত্রাক দমনের জন্য ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে। এরপর মুকুল আসার সময় গাছের পিঁপড়াসহ অন্যান্য কীটপতঙ্গ দমনের জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। এরপর গুটি আসা, গুটি বড় হওয়া এবং গুটি ঝরে পড়া রোধ করতে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ঞ) চারা তৈরি ঃ

চারা তৈরির জন্য প্রথম যেকোনো একটা আমের আটি থেকে চারা জন্ম নেওয়ার পর সেই চারায় হাঁড়িভাঙ্গা আমের কলম করতে হবে। হাঁড়িভাঙ্গা আমের আটি থেকে জন্ম নেওয়া চারা যে হাঁড়িভাঙ্গা গাছ তা নয়, প্রত্যেকটা চারাকেই কলম করতে হবে। এরপর গর্ত খুড়ে গর্তে মাটি ও জৈব সার ১৫ দিন মিক্স করে রাখতে হবে, ততদিনে সার পঁচে যাবে। এরপর সেই গর্তে চারা রোপন করতে হবে।

চারা রোপনের উপযুক্ত সময় আষাঢ় মাস। চারা রোপনের সময় একটা চারা থেকে অন্য আরেকটি চারার দূরত্ব রাখতে হবে। হাঁড়িভাঙ্গা আম দেখা যায় চারা রোপনের ১ বছরের মধ্যেই মুকুল চলে আসে।

সার কীটনাশক ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য ঃ

সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করা হয় মুলত গাছের বয়সের উপর নির্ভর করে।

১ টি ৫ বছরের গাছের জন্য....

- জৈব সার ১০-২০ কেজি
- রাসায়নিক সার, ডিএপি, এমওপি, জিংক, বোরন সব মিলে ১.৫-২ কেজি
- ছত্রাক ও পোকা দমনের জন্য কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক গাছের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হয়।

ট) অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ঃ

বাংলাদেশের একমাত্র আঁশবিহীন আম হিসেবে হাঁড়িভাঙ্গা আম সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আম জনপ্রিয় হবার অন্যতম কারণ হলো এই আমে কোন আঁশ নেই এবং মাংস বেশি তাছাড়া স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয় আম এটি।

হাঁড়িভাঙ্গা আম রংপুরের টাই সবচেয়ে মজাদার হবার অন্যতম কারণ হলো এই অঞ্চলের মাটি। এই অঞ্চলের মাটি এই আমের চাষের জন্য উত্তম। এই অঞ্চলের লাল মাটিতে হাঁড়িভাঙ্গা আম খুব জন্মে এবং আমের স্বাদ হয় অসাধারণ।

ঠ) ব্যবহারকাল ঃ

হাঁড়িভাঙ্গা আমের গোড়া পত্তন করেছিলেন নফল উদ্দিন পাইকার ৬৮ বছর আগে। এই আমের কথা ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় মানুষের মাঝে আগ্রহ। তারপর সবাই এই গাছের চারা সংগ্রহ করে বাড়িতে লাগায় শুধু মাত্র নিজেরা খাওয়ার উদ্দেশ্যে। ১৯৯২ সালে আব্দুস সালাম তার জমিতে ১ম বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হাঁড়িভাঙ্গা আমের বাগান লাগায়। তার সফলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে ধীরে ধীরে কৃষকরা ধানের জমিতে আম বাগান লাগানো শুরু করে। আর বর্তমান সময়ে এর পরিধি অনেক বেড়েছে এবং দিনের পর দিন জনপ্রিয়তা ও চাহিদার সাথে সাথে এই আম চাষ বেড়েই চলেছে।

ড) ভৌগোলিক নির্দেশকের ছবি ঃ

চিত্র-১

চিত্র-২

চিত্র-৩

চিত্রঃ গাছে কাঁচা অবস্থায় ঝুলন্ত হাঁড়িভাঙ্গা আম

চিত্র-৪

গাছ থেকে পাকা হাঁড়িভাঙ্গা আম পেড়ে ঝুড়িতে রাখা হয়েছে

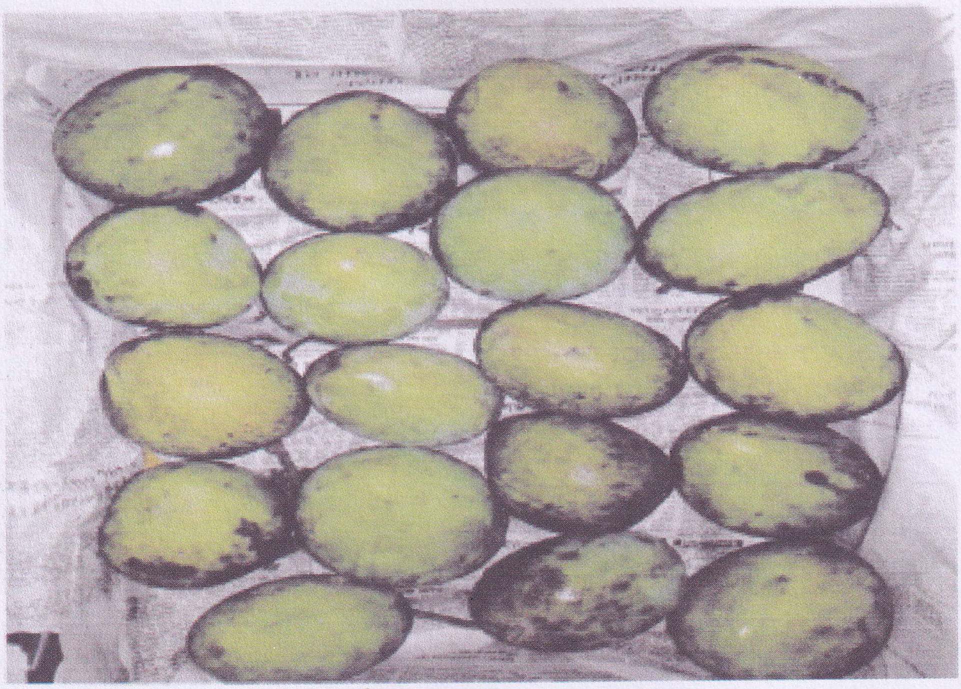

চিত্র-৫

কুরিয়ার করার জন্য হাঁড়িভাঙ্গা আম প্যাকেজিং করা হচ্ছে

চিত্র-৬: হাঁড়িভাঙ্গা আম খোসা ছাড়ানো অবস্থায়

চিত্র-৭: কেটে ফালি করা হাঁড়িভাঙ্গা আম

ঢ) রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আম উৎপাদনকারিদের তালিকাঃ
নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা

১। মনির হোসেন, গেনার পাড়া, শুকুরের হাট, মিঠাপুকুর
০১৭৯৭৬২৮৯৩১
২০০২ সার থেকে হাঁড়িভাঙ্গা আম উৎপাদনের সাথে জড়িত।
বছরে ৩০০ টন আম উৎপাদন করে থাকে। সব খরচ বাদ দিয়ে বছরে প্রায় ১৫ লাখ টাকা আয় করে।

২। শাকিল, ফুলচৌকি, মিঠাপুকুর
০১৮১৯৯৩৬৫১৬
২০১০ সাল হাঁড়িভাঙ্গা আম উৎপাদনের সাথে জড়িত।
বছরে ২০০ টন আম উৎপাদন করে থাকে। সব খরচ বাদ দিয়ে বছরে প্রায় ১০ লাখ টাকা আয় করে।

৩। মনিরুজ্জামান, চেংমারী, মিঠাপুকুর
০১৮৬৩০১২৪৯০
২০১৯ সাল থেকে হাঁড়িভাঙ্গা আম উৎপাদনের সাথে জড়িত। বছরে ৫০ টন আম উৎপাদন করে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা আয় করে।

৪। মতিউর রহমান, তেকানি, পদাগঞ্জ, মিঠাপুকুর
০১৭৯৭৬৭৩৯৩৭
১.৫ বিঘা জমিতে আম উৎপাদন করে। গাছ এখন বড় হয়ে যাবার কারণে ফলন কম হয়। বছরে ৪০-৫০ হাজার টাকা আয় করে।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি শাখা খ-১৪৩/২৩-২৪/ শিল্প ১১-১১-২০২৩-২০০টি বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.

2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.

3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.

4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.

5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.

6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.

7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.

8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.

9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.

10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.

11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Dr. Mohammad Mofizur Rahman, Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam , Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.